Conceptual Issues (তত্ত্বীয় অংশ)

Introduction to International Affairs

*[সিলেবাস: **Significance of international affairs, meaning an scope of international affairs, linkage between international affairs and international politics]***

অনুসরণীয়: *এই অধ্যায় থেকে সাধারণত প্রশ্ন আসে না। এ পর্যন্ত মাত্র ১ বার প্রশ্ন এসেছে। তাই এই অধ্যায়ের গুরুত্ব কম। তারপরও আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংজ্ঞা, পরিধি, সম্পর্ক ও পার্থক্য এবং ক্রীড়াতত্ত্ব পড়া যেতে পারে।*

বিগত প্রশ্ন:

৩৭তম: আন্তর্জাতিক [সম্পর্ক] ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে পার্থক্য কী?

i. আন্তর্জাতিক রাজনীতির সাথে সরাসরি সরকার জড়িত। আর আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাথে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা জড়িত।

ii. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষক Norman D. Palmer and Howard C. Perkins বলেন,

"আন্তর্জাতিক রাজনীতির চেয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি অনেক ব্যাপক।
আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষণের জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ধারণার উপর নির্ভর করতে হয়।"

iii. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা হলো সামষ্টিক বা Macro; পক্ষান্তরে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচনা হলো ব্যষ্টিক বা Micro.

iv. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অনেকটা অরাজনৈতিক বিষয়াদি যেমন- সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়াসমূহ নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক। এটা বিভিন্ন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র-সম্পর্কিত দিক নিয়েই প্রধানত আলোচনা করে।

v. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল লক্ষ্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব স্থাপন করা। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল লক্ষ্য ক্ষমতা অর্জন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা।

vi. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রত্যক্ষভাবে নীতি নির্ধারণ করে থাকে। আর আন্তর্জাতিক রাজনীতি করে পরোক্ষভাবে।

vii. 'International Relations concerns the relations or foreign affairs of nations. But International Politics deals only with the political relations of states and focuses on how states collectively respond to the emerging global issues.'... Hns J Morgenthau

viii. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উদ্বেগ, অশান্তি ও উত্তেজনার পথ পরিহার করে সর্বদা একটি শান্তির পরিবেশ কামনা করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি স্ব-রাষ্ট্রীয় স্বার্থের জন্য কখনো কখনো আদর্শ বা নীতিকে পরিত্যাগ করে।

ix. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি সামাজিক বিজ্ঞান। ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাথে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমষ্টি। আন্তর্জাতিক রাজনীতি অধ্যয়ন বা চর্চা কোনো বিষয়ের উপর সরাসরি নির্ভরশীল নয়।

সিলেবাস অনুযায়ী এই অধ্যায়ের বিষয়সমূহ

➢ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্রীড়াতত্ত্ব (Game Theory) [*]

রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমরনীতি এক ধরনের ক্রীড়াবিশেষ। এসব ক্ষেত্রেও সফলতা নির্ভর করে নিজের শক্তি, সামর্থ্য, টেকনিক, স্ট্রাটেজি ইত্যাদির সঠিক উপলব্ধি, প্রতিপক্ষের শক্তি, সামর্থ্য, টেকনিক ও স্ট্যাটেজির যথার্থ মূল্যায়ন এবং সেই তুলনামূলক বিচারের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারার উপর। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব ব্যবস্থায় এই তত্ত্বের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি বিশ্ব রাজনীতির একটি বিশেষ কৌশল যা দ্বারা নানা রাজনৈতিক সমস্যাকে বিশেষভাবে সমাধান করা হয়।

ফরাসি অঙ্কশাস্ত্রবিদ ***এমিল বোরেল*** ১৯২১ সালে সর্বপ্রথম এ তত্ত্বের কথা ব্যক্ত করেন। পরবর্তীকালে ***ভন নিউম্যান অস্কার মর্গেনস্টার্ন*** এ তত্ত্বের বিকাশ সাধন করেন।

ক্রীড়াতত্ত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রবার্ট জে লিবার বলেন,

"আন্তর্জাতিক রাজনীতির দরকষাকষি এবং দ্বন্দ্বের বিশেষ বিশ্লেষণই ক্রীড়াতত্ত্ব।"

ক্রীড়াতত্ত্ব হলো দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে প্রত্যেক প্রতিযোগী নিজের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করতে সচেষ্ট হওয়া। অর্থাৎ, দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে অনেকগুলো ফলাফল থেকে ক্ষতির শিকার না হয়ে সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জন করাই ক্রীড়া তত্ত্বের সফলতা।

উদাহরণ ও ব্যাখ্যা (চিকেন মডেল):

ধরা যাক, একটি সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে A ও B নামের দুটি গাড়ি পরস্পর বিপরীত দিক থেকে অতিক্রম করছে। সেক্ষেত্রে গাড়ি দুটি অতিক্রমের জন্য পরস্পরকে জায়গা দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। এখানে ৪ টি ফলাফল দেখা যাবে–

ক. A গাড়ি জায়গা দিবে, B গাড়ি জায়গা দিবে না	গ. A ও B পরস্পরকে জায়গা দিয়ে অতিক্রম করবে
খ. B গাড়ি জায়গা দিবে, A গাড়ি জায়গা দিবে না	ঘ. A ও B পরস্পরকে জায়গা না দিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হবে

মূল্যায়ন:

দেখা যায়, ক নং ফলাফলে A গাড়ি জায়গা দিয়ে ক্ষতির শিকার হয়েছে (চিকেন হয়েছে), খ নং ফলাফলে B গাড়ি জায়গা দিয়ে ক্ষতির শিকার হয়েছে (চিকেন হয়েছে) এবং ঘ নং ফলাফলে উভয়েই জায়গা না দিয়ে উভয়েই ক্ষতির শিকার হয়েছে (চিকেন হয়েছে)। কিন্তু গ নং ফলাফলে কেউ ক্ষতির শিকার না হয়ে সমস্যাটির সমাধান করতে পেরেছে। অর্থাৎ, ক্ষতির শিকার না হয়ে সমাধান করলে তা হবে ক্রীড়াতত্ত্বের সফলতা। তাই, গ নং ফলাফলটিই এই তত্ত্বের যথার্থতা।

বাস্তব প্রয়োগঃ

ক্রীড়া তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ ঘটে ১৯৬২ সালের কিউবান ক্ষেপণাস্ত্র সংকটের সময়। যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে হুঁশিয়ারি করে বলে যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্ষেপণাস্ত্র না সরায় তাহলে যুক্তরাষ্ট্র কিউবায় পরমাণু হামলা চালাবে। যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৩ দিনের মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্র না সরাত তাহলে পৃথিবী একটি ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্রের যুদ্ধ দেখতে পেত। সোভিয়ত ইউনিয়নও ক্ষেপণাস্ত্র সরিয়ে নেয় আর যুক্তরাষ্ট্রও আক্রমণ থেকে ফিরে যায়। অর্থাৎ, কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট সমাধানে ক্রীড়া তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ ঘটে।

➢ বর্তমান বৈশ্বিক রাজনীতির প্রভাবকসমূহ কী কী?

আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করে এমন বিষয়সমূহকে বৈশ্বিক রাজনীতির প্রভাবক বলে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় অনেকগুলো প্রভাবক দ্বারা। যেমন,

ক. পরিবেশ [Climate]
খ. সন্ত্রাসবাদ [Terrorism]
গ. বাণিজ্য [Trade]
ঘ. গণতন্ত্র [Democracy]
ঙ. নিরাপত্তা [Security]
চ. জ্বালানি [Energy]
ছ. অস্ত্র [Arms]
জ. ব্লু ইকোনমি [Blue Economy]
ঝ. সামরিক শক্তি [Military power]
ঞ. প্রযুক্তি [Technology]

[প্রতিটি পয়েন্টের সাথে ১ লাইন করে লিখতে পারেন। যেমন, পরিবেশ: পরিবেশ ইস্যুটি আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করে থাকে। তাইতো উন্নয়নশীল দ্বীপ দেশ ও উত্তরের ধনী দেশগুলোর মধ্যে পরিবেশ বিপর্যয় নিয়ে দরকষাকষি চলতে থাকে।]

➢ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বাস্তববাদ বা বস্তুতন্ত্রবাদ (Realism) কী? [**]

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বাস্তববাদ হলো প্রভাবশালী গোষ্ঠীদের আচরণের সমষ্টি। বাস্তববাদীরা বিশ্বাস করে যে, বিশ্ব রাজনীতি ক্ষমতা নিশ্চিত করতে সবসময় এবং প্রয়োজনীয়ভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে থাকে।

বাস্তববাদ কোনো রাষ্ট্রের এমন বিশেষ রাজনৈতিক আচরণের ব্যাখ্যা দেয়, যে আচরণের ফলে রাষ্ট্র নৈতিকতা, আদর্শ, সামাজিক পুনর্গঠন ইত্যাদি বিষয়াবলিকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু যে কোন উপায়ে জাতীয় স্বার্থ প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নীতি-নির্ধারণ করে থাকে।

⇨ **বাস্তববাদীগণ ০৩ ভাগে বিভক্ত:**

ক. ক্ল্যাসিক্যাল বাস্তববাদী: তারা মানুষের আচরণে বিশ্বাসী
খ. নব্য বাস্তববাদী: নৈরাজ্যমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশ্বাসী
গ. নব্য ক্ল্যাসিক্যাল বাস্তববাদী: মানুষের আচরণ ও রাষ্ট্রের নৈরাজ্যমূলক আচরণে বিশ্বাসী।

Jonathon Haslam এর মতে বাস্তববাদী তত্ত্ব ৪টি কেন্দ্রীয় প্রস্তাবকে ঘিরেই আবর্তিত হয়:

১. ব্যক্তি বা সংস্থা নয়, রাষ্ট্রই এখানে প্রধান কর্মক
২. রাষ্ট্র নৈরাজ্যময় হবে। রাষ্ট্রের উপর অধিজাতীয় কোনো কর্তৃপক্ষ থাকে না।
৩. আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সকল কর্মকই আত্মস্বার্থ অর্জন করে।
৪. প্রতিটি রাষ্ট্রই ক্ষমতা চায়, যাতে তারা সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

অর্থাৎ, বস্তুতন্ত্রবাদী/ বাস্তববাদীদের মতে, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা কার্যত নৈরাজ্যমূলক; প্রতিটি রাষ্ট্র টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় কঠোর ও প্রয়োজনে সামরিক পদক্ষেপকে প্রধান্য দেয়।

➢ উদারতাবাদ ও বাস্তববাদের মধ্যে পার্থক্য লিখুন [**]

উদারতাবাদ [Liberalism]	বাস্তববাদ [Realism]
▪ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান এবং অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা সম্পর্কিত মতাদর্শ।	▪ এটি এমন একটি তত্ত্ব যা দাবি করে বিশ্বে রাজনীতি পরিচালিত হয় প্রতিযোগিতামূলক আত্মস্বার্থের ভিত্তিতে।
▪ সাম্য ও মুক্তির উপর নির্ভর করে সৃষ্ট এক ধরনের বৈশ্বিক রাজনৈতিক দর্শন।	▪ বাস্তববাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই প্রধান বার্তা ও শাসক শ্রেণি তাই করেন যাতে রাষ্ট্রের স্বার্থ হাসিল হয়।
▪ ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা করে ও ব্যক্তির উন্নতি সাধন করে	▪ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষা করে ও রাষ্ট্রের উন্নতি সাধন করে।
▪ উদারতাবাদে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা থাকবে কিন্তু একই সাথে ক্ষমতা যাতে অপব্যবহার না হয় সেটিও প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকবে।	▪ বাস্তববাদে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা এবং সামরিক শক্তির মাধ্যমে ক্ষমতার চর্চাকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
▪ **সাম্প্রতিক উদাহরণ:** ভুটানে সুখ সূচক চালু	▪ **সাম্প্রতিক উদাহরণ:** ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযান।